ড্রাগন ফলের রাজধানী মহেশপুরের গৌরীনাথপুরে প্রতিদিন বিক্রি কোটি টাকা

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার গৌরীনাথপুর বাজার এখন দেশের অন্যতম বৃহৎ ড্রাগন ফলের পাইকারি বিপণনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ‘ড্রাগনের রাজধানী’ হিসেবে পরিচিত এ বাজারে মৌসুমজুড়ে প্রতিদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চলে জমজমাট বেচাকেনা। জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা কৃষকদের উৎপাদিত ড্রাগন ফল বিক্রি হয় এই বাজারে। বর্তমানে প্রতিদিন কয়েক কোটি টাকার ফল বিক্রি হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে বড় বাজার গড়ে ওঠায় ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন কৃষক।

সরেজমিনে গৌরীনাথপুর বাজারে গিয়ে দেখা যায়, বাজারজুড়ে সারি সারি আড়তে লাল, গোলাপি ও হলুদ রঙের ড্রাগন ফলের স্তূপ। ভোর থেকেই কৃষকেরা ভ্যান, পিকআপ ও ট্রাকযোগে ফল নিয়ে আসছেন। আড়তগুলোতে চলছে বাছাই, ওজন ও প্যাকেটজাত করার ব্যস্ততা। এরপর দেশের বিভিন্ন জেলায় ট্রাকযোগে পাঠানো হচ্ছে এসব ফল।

ব্যবসায়ীরা জানান, বর্তমানে বাজারে প্রায় ১০০টি আড়তে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার ড্রাগন ফল কেনাবেচা হচ্ছে। এখান থেকে ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফল সরবরাহ করা হয়।

স্থানীয় কৃষক আব্দুল হক বলেন, আগে ড্রাগন ফল বিক্রির জন্য দূরের বাজারে যেতে হতো। এখন গৌরীনাথপুরেই বড় বাজার হওয়ায় পরিবহন খরচ কমেছে এবং ন্যায্যমূল্যও পাচ্ছি।

আরেক কৃষক রবিউল ইসলাম বলেন, ড্রাগন চাষে খরচ তুলনামূলক কম, লাভও ভালো। বাজারে ক্রেতার অভাব নেই। তাই প্রতিবছরই বাগানের পরিধি বাড়াচ্ছি।

আড়তদার সাইদুর রহমান বলেন, মৌসুমের সময় প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ ড্রাগন ফল বাজারে আসে। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে পাইকাররা এখানে এসে সরাসরি ফল কিনে নিয়ে যান। কৃষকও ভালো দাম পান, আমরাও ব্যবসা করতে পারছি।

পাইকারি ব্যবসায়ী আব্দুর রহিম বলেন, গৌরীনাথপুরের ড্রাগনের মান ভালো হওয়ায় দেশের বাজারে এর চাহিদা অনেক বেশি। প্রতিদিন কয়েকটি ট্রাক ভর্তি ফল বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হচ্ছে।

এ ব্যাপারে মহেশপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইয়াসমিন সুলতানা বলেন, ড্রাগন ফলের নিরাপদ উৎপাদন নিশ্চিত করতে কৃষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কারিগরি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কোনো ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিকের অপব্যবহার যেন না হয়, সে বিষয়ে আমরা সার্বক্ষণিক নজরদারি করছি। পাশাপাশি গৌরীনাথপুর বাজারের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থাপনা এবং কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতেও কৃষি বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

ভূমিকম্পে কাঁপল রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থান

রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের জেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রবিবার (৭ জুন) রাত ১১টা ৩৬ মিনিটে এই ভূকম্পন অনুভূত হয়।
মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) বা অ্যান্ড্রয়েড আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেমের প্রাথমিক তথ্যমতে, রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৭। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভুটানের পুনাখা শহর থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরে, ভূপৃষ্ঠের গভীরে। ভুটানে ভূমিকম্পটির মূল কেন্দ্রবিন্দু হলেও এর প্রভাবে দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচ দেশ কেঁপে উঠেছে। দেশগুলো হলো— বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল এবং চীন।
এদিকে রাজধানীতে ঝাঁকুনি অনুভূত হলে বহুতল ভবনের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে। অনেকে আতঙ্কে বাসা থেকে বের হয়ে যান। তবে তাৎক্ষণিকভাবে দেশের কোথাও কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

[redacted]

[redacted]

মিরপুরে আগুনে নিহত ১৬ জনের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর এলাকায় কেমিক্যাল গুদামে লাগা ভয়াবহ আগুনে নিহত ১৬ জনের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। গতকাল রবিবার (১৯ অক্টোবর) রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গ থেকে তাদের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

লাশ হস্তান্তর করা ১৬ জন হলেন- নুর আলম, রবিউল ইসলাম, মৌসুমী খাতুন, আল মামুন, সানোয়ার হোসেন, ফারজানা আক্তার, মুনা আক্তার, জয় মিয়া, মুক্তা বেগম, নাজমুল ইসলাম, তোফায়েল আহামেদ, খালিদ হাসান, আব্দুল আলিম, আসমা, নার্গিস আক্তার ও মাহিরা।

রূপনগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোখলেছুর রহমান এ তথ্য দেন।

লাশ হস্তান্তরের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এই থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মুখলেছুর রহমান।
পুলিশ বলছে, ১৬ জনের পরিচয় ডিএনএ’র মাধ্যমে শনাক্ত হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গ থেকে রাতে পর্যায়ক্রমে নিহতদের লাশ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ১৪ জনের পরিবার মর্গে এসেছেন।

তিনি বলেন, পর্যায়ক্রমে সবার লাশ হস্তান্তর করা হবে।

এদিকে দুর্যোগ ব্যাপস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জেলা প্রশাসনে পক্ষ থেকে নিহদের পরিবারকে দাফন-কাফন যাতায়াত বাবদ ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন প্রকৌশলী মো. জাকির হোসাইন (তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল)।

সূত্র: কালের কন্ঠ।

মেহেরপুরের সাবেক এসপি নাহিদুল ইসলাম গ্রেপ্তার

রাজধানী থেকে মেহেরপুরের সাবেক এসপি একেএম নাহিদুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাত ২টার দিকে ইস্কাটন থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান অতিরিক্ত কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, নাহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা রয়েছে। সেই মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি ছিল। আমরা রিকুইজিশন পাওয়ার পর গত রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে, গত ২৮ জুলাই এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একেএম নাহিদুল ইসলামকে জনস্বার্থে সরকারি চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, বিধি অনুযায়ী তিনি অবসরের সব সুবিধা পাবেন।

একেএম নাহিদুল ইসলাম ২০২৩ সালের ১১ জুলাই ডিআইজি পদে পদোন্নতি পান। তখন তিনি সিআইডির অতিরিক্ত ডিআইজি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। পদোন্নতির পরও তাকে সিআইডিতে রাখা হয়। তিনি অতীতে খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশন অ্যান্ড ক্রাইম) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

তবে মেহেরপুর জেলায় দায়িত্ব পালনকালে তিনি নানা বিতর্কিত কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ২৪ সালের ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে তার বিরুদ্ধে আদালতে দুইটি হত্যা মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ডিবির হাতে হাসানুল হক ইনু আটক

১৪ দলের অন্যতম শরিক জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনুকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।

আজ সোমবার (২৬ আগস্ট) রাজধানীর উত্তরার একটি বাসা থেকে তাকে আটক করা হয়। ডিবির গুলশান বিভাগের উপ কমিশনার কাজী জিয়া উদ্দিন গণমাধ্যমকে জানান, ইনুর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। যে কোনো একটা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হবে।

সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক জোট কেন্দ্রীয় ১৪ দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা। এর আগে গত ২২ আগস্ট কেন্দ্রীয় ১৪ দলের আরেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননও গ্রেপ্তার হন।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র জনতার তীব্র গণ আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে তার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসান হয়। তিনি বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন।

সরকারের পতনের পর শেখ হাসিনাসহ সাবেক মন্ত্রী–প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা–কর্মীদের নামে বেশ কয়েকটি হত্যা মামলা হয়েছে।

১৪ দল নেতা রাশেদ খান মেনন ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর নামেও হত্যা মামলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার মন্ত্রীসভা সদস্যদের নামে গণহত্যার অভিযোগ করা হয়েছে।

এসব মামলায় এরই মধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী–প্রতিমন্ত্রী। এর মধ্যে আছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী দীপু মনি, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, সাবেক ডেপুটি

স্পিকার শামসুল হক টুকু এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাঈদ আহমেদ পলক এবং সাবেক উপমন্ত্রী আরিফ খানসহ অনেকে।

সূত্র: ইত্তেফাক

অবরোধে দ্বিতীয় দিনে রাজধানীতে যানবাহন চলাচল বেড়েছে

তিন দিনের অবরোধ ডেকে নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয় তালাবদ্ধ করে রেখেছে বিএনপি। রাজধানীর কোথাও অবরোধের সমর্থনে মাঠে নামেনি দলটির নেতাকর্মীরা। দ্বিতীয় দিনে রাজধানীর সড়কে বেড়েছে যানবাহন চলাচল। বিভিন্ন মোড়ে তৈরি হয়েছে যানজটও। ট্রেন চলাচলও স্বাভাবিক। নগরবাসীর নিরাপত্তার সড়কে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্ক অবস্থান।

অতীতে বিএনপির কার্যালয় অবরুদ্ধ কিংবা পুলিশের দখলে থাকলেও দলটির কার্যালয়ে অবস্থান করতে দেখা যেতো দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীকে। কিন্ত চলমান অবরোধ কর্মসূচিতে বিএনপির এই নেতাকেও কার্যালয়ের আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না।

বুধবার সকাল থেকে রাজধানীর বাংলামোটর, শাহবাগ, সচিবালয়, পল্টন, মতিঝিল, কমলাপুর এলাকা ঘুরে দেখা যায়, স্বাভাবিক দিনের তুলনায় সাধারণ মানুষ ও যানবাহনের সংখ্যা অনেক কম। তবে এসব এলাকার কোথাও অবরোধের সমর্থনে বিএনপি জামায়াতের কাউকে রাস্তায় দেখা যায়নি। কোথাও চোখে পড়েনি মিছিল, শোনা যায়নি কোনো স্লোগান। একই সময়ে সরকারি দলের কোনো নেতাকর্মীকেও মাঠে দেখা যায়নি।

এসব এলাকায় গণপরিবহন ও ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা প্রথম দিনের চেয়ে বেড়েছে। রিকশা, ভ্যান, সিএনজিচালিত অটোরিকশা, মোটরসাইকেলের উপস্থিতিও বেশি। এই কারণে অবরোধের টানা দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন মোড়ে যানজট তৈরি হয়েছে।

এদিকে সময় মতো রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে ছেড়ে যাচ্ছে ট্রেন। প্রতিটি ট্রেনেই যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড়। সাইফুল ইসলাম নামের এক যাত্রী জানান, জরুরি কাজে তাকে রাজশাহীতে যেতে হচ্ছে। একারণে স্টেশনে এসেছেন। কাউন্টারে ভিড়ের কারণে টিকিট কাটতে তাকে ঘণ্টা খানিক লাইনে দাড়িয়ে থাকতে হয়েছে।

বিএনপি ২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশে হামলার প্রতিবাদে রবিবার হরতাল ঘোষণা করে। এরপর মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী রাজপথ, রেলপথ ও নৌপথে সর্বাত্মক অবরোধের ঘোষণা দেয়। একই কর্মসূচি পালন করছে জামায়াতে ইসলামীও। তাদের সঙ্গে আছে সমমনা দলগুলোও।

পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত

অবকাঠামো বিভাগের সদস্য (সচিব) এর মুজিবনগর পরিদর্শন

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য (সচিব) সত্যজিত কর্মকার বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুক্তিযুদ্ধের সূতিকাগার ঐতিহাসিক মুজিবনগর পরিদর্শন করেছেন।
আজ শুক্রবার (১১ নভেমম্বর) সকালে সত্যজিৎ কর্মকার মুজিবনগরে পৌছালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।
সচিব সত্যজিৎ সরকার কর্মকার মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্বলিত বিভিন্ন স্থাপনা ঘুরে দেখেন এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন, সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মনজুরুল আলম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল।
মুজিবনগর পরিদর্শন শেষে তিনি মেহেরপুর হয়ে কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[